ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 095 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৫ ● কলকাতা ● ২৪ চৈত্র, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৮ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

'তৃণমূলে ভাঙন', শুভেন্দুর উপস্থিতিতে ক্যানিংয়ে একঝাঁক নেতা-পদাধিকারী বিজেপিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিভিন্ন ক্ষোভ-বিক্ষোভ নিয়ে অনেককেই দল পরিবর্তন করতে দেখা যাচ্ছে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় একঝাঁক নেতা ও প্রাক্তন পদাধিকারী বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁদের অনেকেই তৃণমূল থেকে এসেছেন বলে দাবি বিজেপির। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিজেপিতে শামিল হন তাঁরা। তাঁদের দলে যোগদান করিয়ে বিজেপি নেতা হুঙ্কার ছাড়েন, "দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেই এবার পরিবর্তনের সূচনা হবে।" এদিকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের তৃণমূলে ফিরলেন বসিরহাটের দাপুটো নেতা বাবু মাস্টার। তিনি ফিরোজ কামাল গাজি নামেও পরিচিত।এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে একঝাঁক মুখকে বিজেপিতে শামিল করে নেন শুভেন্দু। তার আগে তিনি বলেন, "দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতাই নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসাবে বিজেপিতে আসতে চেয়েছেন, চান। কেউ কেউ আমার সঙ্গে, কেউ কেউ সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে, কেউ কেউ বিপ্লব দেবের সঙ্গে, কেউ কেউ শমীক ভট্টাচার্যর সঙ্গে...অনেকেই অনেক স্তরে আলোচনা করেছেন। আমরা স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে...যাদের স্থানীয় বিজেপি সংগঠনের সঙ্গে...সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকলেও চুরি-চামারি, ছাপ্পা ভোট, রিগিং, ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপি কর্মীদের ওপর সন্ত্রাস এমন কোনও গুরুতর অভিযোগ যাদের নেই এবং বিশিষ্ট মানুষ, এর একসময় ১৯৯৮ সালে জোটে লড়াই করেছেন। সেই নেতৃত্বকে আমরা যোগদান করাচ্ছি।"শুভেন্দু জানান, প্রথম পর্যায়ে, শৈবাল লাহিড়ী... প্রেসেন্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট (তৃণমূল) ক্যানিং ১ ব্লক... প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি ২০১৩-২০১৮ এবং বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ ২০১৮ থেকে ২০২৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

এর বাইরেও সিরাজউদ্দিন দেওয়ান...প্রাক্তন উপ-প্রধান প্রতিমা সর্দার...প্রাক্তন প্রধান...২০১৩ থেকে ২০২৩...হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

রফিক শেখ...প্রেজেন্ট জয়েন্ট কনভেনর...নিকারীঘাটা জিপি

আসমত মোল্লা...প্রেজেন্ট অঞ্চল প্রেসিডেন্ট...গোপালপুর জিপি

নন্দকিশোর সর্দার, প্রাক্তন প্রধান, গোপালপুর জিপি,

বদরুদ্দোজা শেখ, প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতি

অর্ণব রায়, প্রাক্তন প্রধান, দিঘিরপুর জিপি

সঞ্জয় নস্কর, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য।

সালাউদ্দিন সর্দার, শম্ভু বৈদ্য, গণেশ মণ্ডল, কালীচরণ সর্দার, মদন নস্কর, বিষ্ণু নস্কর, কার্তিক মণ্ডল, অসিত মণ্ডল, ধনঞ্জয় সাঁপুই, দীপঙ্কর মণ্ডল, মনোরঞ্জন দাস, ফণীভূষণ সর্দার।

পর্ব 254

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু জল ঐ পাইপে নেই, এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক সেই রকম, গুরু সর্বদা চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কিন্তু শুরুর মধ্যে চৈতন্য নেই, আর না গুরু স্বয়ং চৈতন্য দিতে পারেন।

ক্রমশঃ

এবার কমিশনের নজরে হেভিওয়েট ব্যক্তিত্বরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে কোমর বেঁধে নামছে নির্বাচন কমিশন। এবার কমিশনের বিশেষ নজরে 'ভিআইপি রাউডি'রা । সোমবার রাজ্যের সমস্ত জেলা ও পুলিস কমিশনারেটের কর্তাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কমিশনের আধিকারিকরা। সেই বৈঠকেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ভোটের সময় অশান্তি ছড়াতে পারে এমন কোনো প্রভাবশালীকেই রেয়াত করা হবে না।কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ২৭ লক্ষের কাছাকাছি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ গিয়েছিল ৬৩ লক্ষের বেশি। আর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর আরও ২৭ লক্ষের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষের বেশি নাম বাদ গেল।চিহ্নিত করা হচ্ছে 'ভিআইপি গুন্ডা'

বৈঠক সূত্রে খবর, প্রতিটি থানা এলাকা থেকে অন্তত ১০ জন করে 'ভিআইপি গুন্ডা' চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণত প্রতিটি নির্বাচনের আগেই পুলিস গোলমাল পাকাতে পারে এমন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে এবং তাদের থেকে মুচলেকা (Bond) আদায় করে। কিন্তু এবার সেই তালিকায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এলাকার তথাকথিত 'প্রভাবশালী' এবং 'ভোট কারিগর'দের ওপর।

কমিশন সরাসরি 'VIP Rowdy' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট না করলেও, সূত্রের দাবি তালিকায় রয়েছেন-- যারা পর্দার আড়ালে থেকে ভোট পরিচালনার নামে পেশ পেশিশক্তি ব্যবহার করে। যাদের এলাকায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দাপট রয়েছে। যারা ভোটের আগে বা ভোটের দিন এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত।

কেন এই কড়া পদক্ষেপ?

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমিশন চাইছে ভোটের দিন বুথ দখল বা ভোটারদের ভয় দেখানোর ঘটনা শূন্যে নামিয়ে আনতে। চিহ্নিত ব্যক্তিদের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানোর পাশাপাশি, তাদের বিরুদ্ধে আগেভাগেই কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগে এরা বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিচারাধীন ভোটারদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত রিপোর্টে প্রথমবার যোগ্য ও অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ভোটারদের জেলাভিত্তিক বিশদ তথ্য সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ২৭ লক্ষের কাছাকাছি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৯০ লাখের বেশি নাম বাদ গিয়েছে।

ছাব্বিশের নির্বাচনী যুদ্ধে বুথের বাইরে বসবেন পোলিং এজেন্টরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পোলিং এজেন্ট নিয়ে প্রথা ভাঙছে কমিশন! বুথের বাইরে বসবেন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা? এই জল্পনা ছড়াতেই মুখ খুলল কমিশন। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই রকম কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।ছাব্বিশের নির্বাচন স্বচ্ছ করতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে কমিশন। ২৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসে ভোট হচ্ছে। প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে নিম্নস্তরের আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। পুলিশ অফিসারদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে বির্তক কম হয়নি। দায়ের করা হয় মামলাও। জল গড়ায় হাই কোর্টেও। এবার পোলিং এজেন্ট জল্পনা। তবে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।মঙ্গলবার জল্পনা ছড়ায় পোলিং এজেন্টদের বাইরে বসতে হতে পারে। তারপরই কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের বুথের বাইরে বসা নিয়ে কমিশন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।বাংলার নির্বাচনী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, পোলিং এজেন্টরা বুথের ভিতরেই বসে এসেছেন। এই এজেন্টরা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। বিধানসভা আসনে লড়াই করা রাজনৈতিক দলগুলি পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে প্রার্থীর একটি করে এজেন্ট থাকতে পারেন। (তবে কোনও দল এজেন্ট দিতে পারলে, সেটি তাদের ব্যর্থতা)। কমিশনের সঙ্গে এই এজেন্টদের সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই। প্রতিটি দলের এজেন্টদের কাছে বুথের ভোটার তালিকা থাকে। সেই তালিকার সঙ্গে ভোটারদের মিলিয়ে দেখেন। প্রিসাইডিং অফিসারদের কাজেও সাহায্য করেন এজেন্টরা। এই কাজ তাঁরা মূলত বুথের ভিতরেই বসে করেন।

নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী শুভেন্দু,

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের দিকে নজর ছিল সকলের। কারণ এই আসনে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬-এর নির্বাচনে ফের সরগরম নন্দীগ্রাম। এবারে এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে শুভেন্দু অধিকারীকে।কিন্তু কে এই শুভেন্দু? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামের নির্দল প্রার্থী শুভেন্দুর পদবীও অধিকারী। কলকাতার গড়ফার বাসিন্দা। বাবার নাম দুলাল অধিকারী। বর্তমানে গড়ফা এলাকাতে থাকলেও আদপে তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার বাসিন্দা। গতকাল, সোমবার অর্থাৎ ৬ এপ্রিল নন্দীগ্রাম আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুললেও কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ঘাসফুল শিবির। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী চলতি বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ছাড়াও ভবানীপুর থেকে প্রার্থী হয়েছেন। সেই আসনে তিনি মুখোমুখি হবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের বাজি পবিত্র কর।

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী শুভেন্দু,

এর মাঝেই জানা গিয়েছে, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন আরও এক শুভেন্দু। তিনি নির্দল হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। আর তাতেই থরহরিকম্প ধরেছে বিজেপিতে। হেভিওয়েট শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আনকোরা শুভেন্দু ভোটে দাঁড়ানোয় বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, রাজ্যের বিদায়ী বিরোধী দলনেতাকে বিপাকে ফেলতেই এই ছক নির্দল প্রার্থী শুভেন্দুর। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার নেতারা। এই বিষয়ে বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত চৌধুরী বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সহযোগী সংস্থা আইপ্যাক সাধারণ ভোটারকে অশিক্ষিত ভেবেছে। নন্দীগ্রামে আমাদের দলের নেতা বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একই নামের ব্যক্তিকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা করিয়েছে। সাধারণ ভোটারকে বিভ্রান্তির চেষ্টা। তবে কিছু লাভ হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখ ও পদ্ম ফুল প্রতীকেই মানুষ ভোট দেবে।

'অন্য জায়গায় ভোট পড়লে পিঠ ফুলে বালিশ' করে দেওয়ার হুমকি !

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোট প্রচারে গিয়ে হুমকির অভিযোগে মগরাহাটের তৃণমূলের যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি, অভিযোগ জানানো হয়েছে উস্তি থানাতেও। 'জোড়াফুলের বাইরে যদি কোনও ভুল করে হোক, ইচ্ছা করে হোক যদি অন্য জায়গায় ভোটটা পড়েছে পিঠটা ফুলে বালিশ হবে।তৃণমূল নেতাদের এই হুমকি-হুঁশিয়ারি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'যাবার আগে এরকম ছোটখাটো হয়। আমাদের এখানে নির্বাচন খুব একটা নিরামিষ তো হয় না। এগুলো হবে। নদীতে যখন জোয়ার আসে না... এখন একটু এসেছে জোয়ার। এরপর দেখবেন নেতাও চুপ,কর্মীও চুপ।' মগরাহাটের তৃণমূলের যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। অভিযোগ জানানো হয়েছে উস্তি থানাতে।তার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের।' ভোট প্রচারে এমনই হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লার বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতার হুমকি ঘিরেই তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা।

ভোট যত এগিয়ে আসছে, চরমে উঠছে হুমকি-হুঁশিয়ারি! দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে, শনিবারই তৃণমূলের যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লার ভোটারদের হুমকি দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লা বলেন, ৭০০টা ভোট এই বুথে ৭০০টা জোড়াফুলে দিতে হবে, যদি অন্য জায়গায় ভোট পড়ে, তাহলে কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভোটের পরে বন্ধ হয়ে যাবে। বেইমানদের ২০২১ সালে ক্ষমা করেছি, ২০২৬ সালে আমরা আর ক্ষমা করব না। যদি তৃণমূল করতে চাও, এলাকায় থাক, নাহলে আজকের পর থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে এলাকার বাইরে চলে যাও, আমরা আর ক্ষমা করব না।' এই নিয়ে বিতর্কের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের সামনে এসেছে ওই তৃণমূল নেতার ফের এক হুমকির ভিডিও।

মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লা বলেন, 'যতগুলো ভোট আছে ততগুলো ভোট জোড়াফুলে ফেলতে হবে। জোড়াফুলের বাইরে যদি কোনও ভুল করে হোক, ইচ্ছা করে হোক যদি অন্য জায়গায় ভোটটা পড়েছে পিঠটা ফুলে বালিশ হবে। তার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের।' কিন্তু এখনও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি!এর আগে শুক্রবার বহরমপুরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজু মণ্ডলের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রচারে ভোটারদের কার্যত হুমকি দিতে দেখা যায় তাঁকে।

বহরমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাজু মণ্ডল বলেন, পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, খাতায় এন্ট্রি করা থাকবে, কোন বাড়ির, কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব, মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে।' নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ পৌঁছতেই শুক্রবার রাতে রাজু মণ্ডলকে গ্রেফতার করে বহরমপুর থানার পুলিশ। যদিও পরদিনই অর্থাৎ শনিবার ব্যক্তিগত বন্ডে থানা থেকেই জামিন পান তিনি। জামিন পাওয়ার পরেও কার্যত বেপরোয়া মেজাজে দেখা যায় তৃণমূল নেতাকে।

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২০০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মহিলাদের একাউন্টে দেওয়া হবে ২০০০ টাকা ।পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা করা হবে। কৃষকদের জন্য থাকবে বিশেষ আর্থিক সুযোগ।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে জাতীয় কংগ্রেস মঙ্গলবার ইস্তাহার প্রকাশ করে। বাংলার জনতার জন্য পাঁচটি প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে ইস্তাহার প্রকাশ করে জাতীয় কংগ্রেস।তার পরিবারের লোক তার নাতি এবং তার স্ত্রীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলায় SIRকে কেন্দ্রে করে একটা ভয়ঙ্কর তোপ বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন চালিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আমরা আশা করি সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম উঠবে। বন্দেমাতরমকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিশানা করছে বিজেপি। বন্দেমাতরম সবাই মিলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে বদনাম করছে। আমাদের জন গণ মনকে সরাতে চায় বিজেপি। তারা ঘৃণ্য রাজনীতি ভাগাভাগির রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। তাই কংগ্রেস বিকল্প পথ তৈরি করেছে। এই পাঁচ গ্যারান্টি বাংলার মানুষদের একটা নতুন পথ দেখাবে। ২০ বছর পর কংগ্রেস নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি এবং তৃণমূল একটা কয়েনের দুই পিঠ বলে অভিযোগ করেন জয় রাম রমেশ। বিধানসভা নির্বাচনে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ, বিদেশ মন্ত্রকের পাশাপাশি উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি দেন। এই ধরনের সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে নিয়মিতভাবে।

উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গণবন্টনের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত ধান ও গম মজুত রয়েছে। সঙ্কটাপন্ন গোষ্ঠীর হাতে খাদ্যশস্য তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে খাদ্য সুরক্ষা আইন কাজ করে চলেছে। সরকার খাদ্যশস্যের দামের দিকে নজর রাখছে এবং প্রয়োজনমতো দেশের খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় প্রকল্পের আওতায় ধান ও গম ছাড়া হচ্ছে। প্রয়োজনমতো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এফসিআই-এর হাতে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। রবি মরশুম ২০২৬-২৭-এ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে গম কেনার কাজ শুরু হয়েছে। ক্রয় ব্যবস্থাপনা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে সেজন্য প্যাকেজিং-এর সরঞ্জামের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সার ও পেট্রোকেমিক্যাল দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করা হচ্ছে। দেশে ভোজ্যতেলের মজুত পর্যাপ্ত। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল থেকে আমদানির কাজও চলছে। দেশে সর্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনির মজুতও পর্যাপ্ত। ২০২৫-২৬-এ চিনি উৎপাদন নির্ধারিত মাত্রাতেই থাকবে বলে অনুমান। ১৫.৮০ এলএমটি চিনি রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৩.৭৩ এলএমটি চিনি ইতিমধ্যেই রপ্তানি করা হয়েছে। এই চিনি যাচ্ছে প্রধানত শ্রীলঙ্কা, পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায়। চিনির খুচরো দামও স্থিতিশীল। উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ৪০টি খাদ্যপণ্যের দামের ওপর দৈনিক ভিত্তিতে লক্ষ্য রাখছে। এ বছর ডালের উৎপাদন আগের বছরের থেকে ৯ লক্ষ এলএমটি বেশি হবে বলে অনুমান। সরকারের হাতে ২৮ এলএমটি ডাল মজুত রয়েছে। দেশে ডালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে ২০২৬-২৭-এ সংশ্লিষ্ট আমদানি নীতি অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। আলু, টোম্যাটো এবং পেঁয়াজের যোগানও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। এ বছর ৫৮৩ এলএমটি আলু, ২২৭ এলএমটি টোম্যাটো এবং ২৭৩ এলএমটি পেঁয়াজ উৎপন্ন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছে এবং প্রাদেশিক স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা হচ্ছে। মজুতদারি এবং কালোবাজারি রুখতে ১৯৫৫-র নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আইন অনুযায়ী কাজ হবে। জাতীয় স্তরের উপভোক্তাদের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরও আছে। নম্বরটি হল 1915। ১৭টি ভাষায় এই হেল্পলাইন কাজ করে। হোয়াটসঅ্যাপ এবং INGRAM পোর্টালের মাধ্যমেও এই হেল্পলাইন ব্যবহার করা যেতে পারে।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, পেট্রোপণ্য এবং এলপিজি-র সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। আতঙ্কিত হয়ে পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি না কেনার জন্য নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়েছে। ভুয়ো খবরে কান না দিয়ে তথ্যের জন্য সরকারি সূত্রের ওপরই নির্ভর করা উচিত বলে সরকার জানিয়েছে। বিকল্প জ্বালানি অর্থাৎ, পিএনজি কিংবা বিদ্যুৎচালিত রান্নার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে বলছে সরকার। এলপিজি-র চাহিদার ওপর চাপ কমাতে কেরোসিন এবং কয়লা সরবরাহ করছে সরকার। পিএনজি সংযোগ আরও বাড়ানোর জন্য রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে। এলপিজি-র কালোবাজারি ও মজুতদারি রুখতে তল্লাশি অভিযান চলছে। ১ লক্ষেরও বেশি জায়গায় তল্লাশিতে ৫২ হাজারেরও বেশি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দায়ের হয়েছে ৮৫০টিরও বেশি এফআইআর। ২২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এলপিজি সরবরাহ কিছুটা প্রভাবিত হলেও ডিস্ট্রিবিউটারদের ভাণ্ডার ফুরিয়েছে এমন কোনো খবর নেই। অনলাইনে এলপিজি বুকিং আরও বেড়ে ৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২৩ মার্চ, ২০২৬-এর পর থেকে ৬.৭৫ লক্ষ ৫ কেজির ফ্রি-ট্রেড এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ত্রিশতম পর্ব)

করেছিল বোনের মা বনবিবি।এই ইতিহাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই সুন্দরবন বনবিবি আজও পূজিত হয় সুন্দরবন বাসীর কাছে। আর সেই ইতিহাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সুন্দরবন বাসির কাজ দিয়ে তথ্য নিয়ে আজ আমি পরিবেশন করছি, আমার লেখনীর মাধ্যমে । ওদিকে, সুন্দরবনের নদীপথে ব্যবসায়ী ধনা আর মনার নৌবহর ভেসে চলেছে ভাটির টানে। দুখের কাজে মন নেই, মায়ের জন্য তার প্রাণ কাঁদছে। ধনা আর মনার ভয়ে ফেরবার কথা বলতে পারে না। এক রাতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

তামিলনাড়ুর কালপক্কমে প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচি এক যুগান্তকারী সাফল্য পেল। গত ৬ এপ্রিল রাত ৮.২৫ মিনিটে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর প্রথম ক্রিটিক্যালিটি (নিয়ন্ত্রিত ফিশন চেইন বিক্রিয়ার সূচনা) অর্জন করেছে। দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা এবং দেশীয় পারমাণবিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সুরক্ষা সংক্রান্ত যে কঠোর বিধি প্রণয়ন করেছে, তার সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে পরমাণু শক্তি দপ্তরের সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে এই ক্রিটিক্যালিটি অর্জন করা হয়েছে।

ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর ভারতে দীর্ঘমেয়াদী পারমাণবিক কৌশলের এক মূল ভিত্তি। এটি ইউরেনিয়াম-প্লুটোনিয়াম মিশ্র অক্সাইড জ্বালানি ব্যবহার করে। এর ভিতরে ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যেমন ইন্দ্রাণী, বরুণানী, প্রভৃতি ‘আনী’-প্রত্যয়যুক্ত দেবীরা ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি সঙ্গিনীমাত্র; তাছাড়া তাঁদের আর কোনো পরিচয় নেই।

রাত্রী ও বাক্-এর উদ্দেশ্যে একটি করে পুরো সূক্ত থাকলেও উভয় সূক্তই ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশভুক্ত এবং

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছেন আরও বিচারক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুনানির মাঝে হঠাৎ বলে উঠলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। নজিরবিহীন তাই না? তবে এর থেকেও নজিরবিহীন সব আপডেট এসেছে কোর্টরুম থেকে। গোটা দেশের... থুড়ি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া সামলাচ্ছে দেশের শীর্ষ আদালত।এই মামলা ও এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এত কথা বলতে হচ্ছে প্রধান বিচারপতিকে যে এই মামলার জন্য মোবাইল নিয়ে কোর্টরুমে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এতকিছুর পরও একটাই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে, সবাই ভোটটা দিতে পারবেন তো? যাঁদের নাম বাদ পড়ল, তাঁরা এবার কি ভোটটা দিতে পারবেন? এই উত্তর জানতে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মামলার শুনানি ছেড়ে রাজ্যের কয়েক'শ বিচারক ভোটার কার্ড-প্যান কার্ড চেক করেছেন। এবার বিচার করতে বসেছেন প্রাক্তন বিচারপতিরা। এত কিছুর পরও ফের কমিটি গড়তে হল সুপ্রিম কোর্টকে? ভোটের মুখে কমিশন যাঁকে নিযুক্ত করল, সেই মুখ্যসচিবকে কেন এত কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল?

নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করার পর রাজ্য সরকারের সঙ্গে এমন সংঘাত শুরু হল যে আসরে নামতে বাধ্য হল সুপ্রিম কোর্ট। নজিরবিহীনভাবে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত করল রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের। দায়িত্ব দেওয়া হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে কাজ করলেন বিচারকরা। কালিয়াচকের মতো ঘটনার মুখোমুখি হতে হল তাঁদের। দেশের প্রাক্তন বিচারপতি, বিচারকরা এবার ট্রাইব্যুনালে বসছেন। এরপর আবারও তৈরি হচ্ছে আরও একটা কমিটি। এই বিরাট কর্মকাণ্ডের মাঝেও সোমবারের শুনানিতে উঠে এল একটার পর একটা প্রশ্ন।

সোমবার প্রথমেই প্রশ্ন ছুড়তে শুরু করেন রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। সিনিয়র আইনজীবী। একাধিক সাংবিধানিক মামলা লড়েছেন। ডেটা তুলে ধরে দিওয়ান প্রশ্ন করতে থাকেন,

"৪৫ শতাংশ নাম বাদ পড়েছে, সংখ্যাটা কিন্তু অনেকটাই বেশি। ৭ লাখ বাদ পড়া ভোটার আবেদন করেছে। অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল এখনও কাজই শুরু করল না! এটা তো উদ্বেগজনক। আবেদনকারীদের লম্বা লাইন পড়ছে। চরম সমস্যায় পড়েছেন ভোটাররা।"

তিনি প্রস্তাব দেব, ১৫ এপ্রিল কাট অফ ডেট ধার্য করা হোক। তারপরও যাঁদের আবেদন পেন্ডিং হয়ে থাকবে, তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। জয়মাল্য বাগচী আশ্বত করে থামান তাঁকে। তবে অর্ডার পেন্ডিং থাকলে, ভোট দিতে দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি হননি তিনি।

দিওয়ান উদ্বেগ প্রকাশ করতেই আদালতে আবারও পুরনো সংঘাতের কথা মনে করাল কমিশন। আইনজীবী ডিএস নাইডু মনে করিয়ে দিলেন, রাজ্যই তো অফিসার দিতে পারেনি। দিওয়ানের সঙ্গে গলা মেলান আরও এক সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বল। বলে ওঠেন, 'এটা ভোটাধিকারের প্রশ্ন।'

রাজ্যের তরফে আর এক আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, আরও এক নতুন সমস্যার কথা। আবেদন লেখার জায়গাই নেই ওয়েবসাইটে। জমা দেওয়া ডকুমেন্টসের কোনও রিসিপ্টও দেওয়া হচ্ছে না।

এসব শুনে ফের উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। এত বিচারক, প্রাক্তন বিচারপতিদের এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেও সমস্যার শেষ নেই। এবার আরও একটা কমিটি। কারা থাকবেন? সিনিয়র জাজেস অর্থাৎ সিনিয়র বিচারপতিরা। টিম বা কমিটি তৈরি করে দেবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, প্রাক্তন বিচারপতিদের সাম্মানিক দিতে যেন দেরী না হয়।

এখানেই শেষ নয়, বাংলার প্রশাসনের দায়িত্ব বোঝাতে হল সুপ্রিম কোর্টকে। প্রশাসনিক অফিসারদের গাফিলতি নিয়ে চরম ভর্ৎসনা শোনা গেল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিওয়ালা। কালিয়াচকের ঘটনার সময় তাঁকে ফোনে

এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৩ পাতার পর)

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২০০০ টাকা

সবাই আলাদা আলাদা লড়াই করি। কিন্তু দেশ হিতে আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করি। আমরা কেরলে লড়াই করছি দেশের জন্য। আমরা সবাই এক হয়ে লড়াই করি। যদি একটা রাজ্য একটা সরকার সঠিক ভাবে না চলে তখন মানুষ পরিবর্তন চাইছে। যারা দেশের হিতে লড়াই করছে না। আমরা যখন জাতীয় হিতের জন্য সবাই বিরোধী নেতা আমরা একসঙ্গে লড়াই করে থাকি বলে দাবি করেন মালিকা অর্জুন খাড়গে।পশ্চিমবঙ্গ বেশিরভাগ শিল্প কংগ্রেসের আমলে হয়েছে। পণ্ডিত নেহরুর আমলে হয়েছে। বাংলায় সমস্ত শিল্পও কংগ্রেসের আমলে হয়েছে বলে দাবি করেন জয় রাম রমেশ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন। আমাদের কংগ্রেসের সভাপতির ৬০ বছরের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা আপত্তিজনক আছে। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করেছেন। হিমন্ত বিশ্ব কে ৯তারিখে যোগ্য জবাব দেবে বলে জানান জয় রাম রমেশ।এই ইশতেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,মল্লিকা অর্জুন খাড়গে , জয় রাম রমেশ, গোলাম আহমদ মির, শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য। মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, আমি এখানে অনেকবার এসেছি। কিন্তু নির্বাচনের সময় কোনো প্রেস কনফারেন্সে করি নি। আমরা অনেক দিন পর বাংলায় সব কটা আসনে নির্বাচন লড়ছি। বাংলার উন্নয়নকে সামনে রেখে মহিলাদের ২০০০ টাকা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা, আমাদের টাকা বিলি করা উদ্যেশ্য নয়। বাংলায় ১৫ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার রয়েছে। কিন্তু বাংলায় উন্নয়ন হয়নি। এখনে বিকাশের প্রয়োজন আছে। বিজেপি উন্নয়নের কথা বলে না শুধু সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে। বিজেপি ভয় ভীতির রাজনীতি করে। বেশ কিছু সংস্থাকে ব্যবহার করে কাউকে ইডি কাউকে ইনকাম ট্যাক্স, আবার কাউকে ভিজিলেন্স মাধ্যমে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। অন্য দল থেকে যারা আসেন তাদেরকে নিজেদের দলের জোর করে সামিল করতে চায়। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করা হবে। প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্র করা হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি করা হবে। একসময় ছিল যখন কলকাতা বিনিয়োগের জন্য খ্যাতি ছিল। এখন কলকাতার যুবক হায়দ্রাবাদে যাচ্ছে ,পুনে যাচ্ছে। সেখানে থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখনে কতটা পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বিজেপির যারা বড় বড় কথা বলে তারা এখনে কিছু করেনি। তাই তৃতীয় বিকল্প আমরা নিয়ে এসেছি । বাংলায় সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব রয়েছে। তাই আমাদের বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, মহিলা দের আত্মনির্ভর করার জন্য মহিলাদের ২ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তাদের বিনা মূল্য শিক্ষা দেওয়া হবে। ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা দেওয়া হবে। প্রত্যেক নাগরিকদের দেওয়া হবে। কৃষকদের ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে অপরাধী যে কোনো পার্টি হবে তাদের ছাড়া হবে না। বাংলাকে রুল অফ ল তৈরি করা হবে। এখনে দুর্নীতি কত বড় হয়েছে একজন মন্ত্রী বাড়ি থেকে ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। সেটাই বড় প্রমাণ।

বিজেপির পথ সাম্প্রদায়িক এবং ঘৃণার রাজনীতি। তারা এর উপরে লড়াই করে। অসমে তিনি রাহুল গান্ধী কথা কে কোড করে মহব্বত কি দুকান নয় নাফরাত কি দুকান কথা বলছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। আমরা ঘৃনার রাজনীতিকে টক্কর দেওয়ার জন্য কাজ করব। নাগরিকদের দেখতে হবে যে শর্ট টার্ম পলিটিক্স চাই নাকি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সঙ্গে চলতে হবে। কংগ্রেস যে যে রাজ্য যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেটা পূরণ করেছে। গরীব মানুষের সাহায্য জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাকে শুধু বেঁচে থাকতে হবে না। দেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। বাংলার জন্য আমরা লড়াই করছি। এই ইশতেহারকে সামনে রেখে একটা সত্য চেষ্টা আমরা করছি।জয় রাম রমেশ বলেন, ২০ সাল বাদ। আবার ২০ সাল পরে আমরা নিজেদের ক্ষমতায় লড়াই করছি। বাংলায় নিজের ক্ষমতার উপর লড়াই করা এবং নিজের ইশতেহার প্রকাশ করা। বিজেপি পথে নয় ,কংগ্রেসের পথ। আমাদের সংবিধানে ২২ টি চিত্র রয়েছে। যা আমাদের ইতিহাসকে দর্শায়। ২২টি ললিত কলা ছিল। যার দায়িত্ব নন্দ লাল বোসকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাদের সংবিধানের চিত্র তৈরি করেছিলেন।

(৫ পাতার পর)

এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছেন আরও বিচারক

যোগাযোগ করা হলেও তিনি নাকি ফোন ধরেননি। নারিওয়ালা যখন উত্তর দেন, তিনি ফ্লাইটে ছিলেন, তাই ফোন ধরতে পারেননি। তারপর আরও কড়া হতে শুরু করে বিচারপতিদের স্বর। এমনকী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয় তাঁকে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, "নিষ্ক্রিয়তার একটা লিমিট থাকা উচিত।" "আপনার পদমর্যাদা এতটাই বেশি যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো ছোট মানুষরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। দয়া করে নিজেকে একটু নীচে নামিয়ে আনুন, যাতে প্রধান বিচারপতির মতো সাধারন নগণ্য মানুষেরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।"

(৪ পাতার পর)

তামিলনাড়ুর কালপক্কমে প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর

পুরু আস্তরণ থাকে। নিউট্রনগুলি ইউরেনিয়াম ২৩৮-কে প্লুটোনিয়াম ২৩৯-এ রূপান্তরিত করে। এর ফলে চুল্লিটি তার ব্যবহৃত জ্বালানির চেয়ে বেশি জ্বালানি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এই চুল্লি থোরিয়াম ২৩২-কেও ব্যবহার করতে পারে। রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থোরিয়াম ২৩২ ইউরেনিয়াম ২৩৩-এ পর্যবসিত হয়। এটিই ভারতের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায়ের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

এই সাফল্য অর্জনের ফলে ভারত তার সীমিত ইউরেনিয়াম মজুত থেকে অনেক বেশি শক্তি আহরণ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে থোরিয়াম ব্যবহারের প্রেক্ষাপট তৈরি হবে।

ফার্স্ট ক্রিটিক্যালিটি অর্জনের মধ্যে দিয়ে ভারত তার ত্রিস্তরীয় পরমাণু শক্তি কর্মসূচির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল। ফাস্ট ব্রিডার প্রযুক্তি বর্তমানের প্রেসারাইজড হেভি ওয়াটার রিয়্যাক্টর এবং ভবিষ্যতের থোরিয়াম ভিত্তিক রিয়্যাক্টরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতু বন্ধনের কাজ করবে। দেশের বিপুল থোরিয়াম সম্পদকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে।

সিনেমার খবর

উল্টোপথে জাহ্নবী কাপুর, কটাক্ষ করলেন করণ জোহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

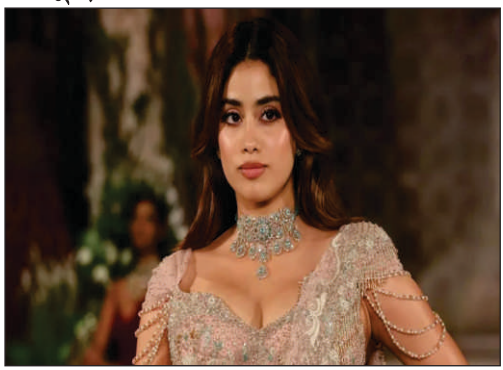

ক্যারিয়ারের স্বার্থে নামি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন তারকারা। সেইসব প্রতিষ্ঠানের প্রযোজকদের কথায় রীতিমতো উঠতে-বসতেও দ্বিধা করেন না। তবে বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর হাঁটলেন উল্টোপথে।

বলিউডের খ্যাতিমান পরিচালক ও প্রযোজক করন জোহরের ধর্মা প্রডাকশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এই অভিনেত্রী; যা করণের পাশাপাশি বিস্মিত করেছেন বলিউড বাসিন্দাদের। তাই জাহ্নবীকে রীতিমতো কটাক্ষ করলেন করণ জোহর। বলেছেন, 'এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ কারও নয়।'

আনন্দবাজারসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম এ তথ্যের পাশাপাশি আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি করণের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন জাহ্নবী কাপুর। তার পরেই এক সাক্ষাৎকারে করণ বলেছেন, নতুনদের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান, তাঁদের পর্দায় তুলে ধরা, ঘষেমেজে তারকা অভিনেতা তৈরি করা–দীর্ঘ দিন ধরে এই কাজ করে আসছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর আছে ৩১ বছরের অভিজ্ঞতা। শাহরুখ খান, রানী মুখার্জি, কাজল, আলিয়া ভাটের মতো তারকারা তাঁর প্রযোজনা সংস্থার পরিচিত মুখ। একাধিক নতুন মুখও তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। অথচ সেই ধর্মা প্রডাকশন ছেড়ে অনায়াসে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি জাহ্নবী কাপুর। এতে প্রমাণ হয়, এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ কারও নয়।

করণ আরও বলেছেন, 'এই প্রজন্মের অভিনেতাদের ধৈর্য নেই, স্থিরতাও নেই। আমি তাদের পেছনে দুটো বছর খরচ করতে রাজি। কিন্তু, তারা রাজি নন। ফলে, একটি প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা চুক্তি ভেঙে চলে যান অন্যত্র। প্রলোভনের ফাঁদে পা দেন। যেখানে যান, সেখানেও কিছু দিনের মধ্যেই মোহভঙ্গ হয়। তখন তারা ফিরে আসতে চান পুরোনো জায়গায়।'

এই নির্মাতা আরও জানান, সিনেমা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ৯০ শতাংশই অহঙ্কারি এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। তাদের সামলানো সহজ কাজ নয়। তাই 'ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট'কে কেউ যদি ব্যবসার সুযোগ হিসেবে দেখেন, তা হলে তাঁকে করণ ওই পথে না হাঁটারই পরামর্শ দেবেন।

এদিকে জাহ্নবীকে ঘিরে করণের এই মন্তব্য নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে এখন চলছে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। অনেকের মত, এই প্রযোজক ও অভিনেত্রীর সম্পর্কের মাঝে চিড় ধরেছে। সে কারণে জহ্নবী বিকল্প পথ বেছে নিয়েছেন। তবে নেটিজেনরা নানা কথা বললেও এ বিষয়ে এখনও মুখ খোলেননি জাহ্নবী।

আসছে গোলমাল-৫

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কমেডি ঘরানার সিনেমাপ্রেমীদের কাছে বলিউডের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি 'গোলমাল' বরাবরই বিশেষ আকর্ষণের। পরিচালক রোহিত শেঠি নির্মিত এই সিরিজের শেষ সিনেমা 'গোলমাল অ্যাগেইন' মুক্তি পেয়েছিল ২০১৭ সালের অক্টোবরে। এরপর কেটে গেছে আট বছরেরও বেশি সময়। অবশেষে ভক্তদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। কারণ, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে সিরিজের নতুন কিস্তি 'গোলমাল-৫'।

নিজের জন্মদিন উপলক্ষে গত শনিবার সামাজিক মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন পরিচালক রোহিত শেঠি। ইনস্টাগ্রামে ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, দুই দশক আগে প্রথম গোলমাল মুক্তি পেয়েছিল এবং এই সিনেমাই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। দর্শকদের উদ্দেশে তিনি লেখেন, গত ২০ বছর ধরে তারা মানুষকে হাসিয়েছেন, কখনও কখনও হয়তো হতাশও করেছেন, তবে সব সময় সততার সঙ্গে কাজ করেছেন। এবার আবারও দর্শকদের বিনোদন দিতে শুরু হচ্ছে গোলমাল-৫-এর কাজ।

পোস্টের সঙ্গে একটি প্রোমো ভিডিওও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে দেখা যায়, সিরিজে সারমান জোশির প্রত্যাবর্তন উদযাপন করছেন অজয় দেবগান, আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়াস তালপাড়ে, কুনাল খেমু এবং তুষার কাপুরকে। ভিডিওর শেষ দিকে হঠাৎ টাক মাথায় কালো কুর্তা-পায়জামা ও সানগ্লাস পরে হাজির হন অক্ষয় কুমার। তাকে দেখে অবাক হয়ে যান বাকিরা।

অন্যদিকে অক্ষয় কুমার নিজেও ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে জানান, গোলমাল-৫-এ যোগ দিতে পেরে তিনি ভীষণ আনন্দিত। পরিচালক রোহিত শেঠিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, এবার গোলমালের পাগলামি আরও বড় আকারে শুরু হতে যাচ্ছে।

নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে দেশে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইতালির জমকালো রেড কার্পেটে নজর কাড়ার পরই নতুন সফরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেই ইঙ্গিতই এবার বাস্তবে রূপ নিল। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে ভারতের ফিরেছেন তিনি। দিল্লি বিমানবন্দরে পা রাখতেই ক্যামেরাবন্দি হন এই গ্লোবাল তারকা।

বিমানবন্দরে একেবারে স্বচ্ছন্দ লুকে দেখা যায় তাকে। স্যাটিন সিলভার শার্ট, নীল জিনস, মাথায় ডেনিম ক্যাপ আর চোখে বড় গোল চশমা-সাধারণ সাজেই নজর কাড়েন তিনি। গাড়িতে ওঠার আগে পাপারাজ্জিদের সাধুবাদ জানান। ভক্তদের অনুরোধও ফেরাননি; হাসিমুখে ছবি তুলেছেন সবার সঙ্গে।

এই সহজ-সরল আচরণই যেন আবারও মনে করিয়ে দেয়, আন্তর্জাতিক তারকা হলেও দেশের মাটির টান এখনো অটুট। সামাজিক মাধ্যমে ভেসে উঠেছে প্রশংসা।

দিল্লিতে নামার পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি শেয়ার করেন তিনি। ক্যাপশনে লেখেন, "চলো, আরও এক অ্যাডভেঞ্চার।" তবে সফরের আসল উদ্দেশ্য এখনো জানাননি তিনি।

কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি তাকে দেখা গেছে 'দ্য ব্লাফ' সিনেমায়। সামনে রয়েছে পরিচালক এস. এস. রাজামৌলি–এর বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'বারাণসী', যেখানে তার সঙ্গে থাকছেন মহেশ বাবু ও পৃথ্বীরাজ সুকুমার। দীর্ঘ আট বছর পর এই ছবির মাধ্যমেই ভারতীয় বড় পর্দায় ফিরছেন তিনি।

সব মিলিয়ে, আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে দেশের মাটিতে ফেরা—প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এই সফর যেন নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা।

নেইমারহীন বিশ্বকাপ ভাবতেই পারেন না এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়রের অনুপস্থিতি কল্পনা করাও যেন অসম্ভব কিলিয়ান এমবাপ্পের কাছে। চোট আর ফিটনেস জটিলতায় সেলেসাওদের এই তারকার বিশ্বকাপ ভাগ্য যখন অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে, তখন সাবেক পিএসজি সতীর্থের পাশেই দাঁড়ালেন ফরাসি অধিনায়ক। এমবাপ্পের বিশ্বাস, সব বাধা পেরিয়ে নেইমার ঠিকই বিশ্বমঞ্চে স্বরূপে ফিরবেন।

বোস্টনে আজ মুখোমুখি হচ্ছে দুই পরাশক্তি ফ্রান্স ও ব্রাজিল। প্রীতি ম্যাচ হলেও ফুটবল বিশ্বের নজর এই মহারণের দিকে। তবে ইনজুরির কারণে মাঠের লড়াইয়ে নেই নেইমার। তার অনুপস্থিতি নিয়ে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পে বলেন, 'নেইমারকে ছাড়া আমি বিশ্বকাপের কথা ভাবতেই পারি না। সে এক অসাধারণ জাদুকর এবং আমার দৃষ্টিতে সর্বকালের সেরাদের একজন।'

বর্তমানে সান্তোসের হয়ে নেইমার ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি স্পষ্ট জানিয়েছেন, শতভাগ ফিটনেস প্রমাণ করলেই মিলবে জাতীয় দলের টিকিট। এ প্রসঙ্গে এমবাপ্পে যোগ করেন, 'আমি কোচের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই। তবে নেইমার এমন একজন ফুটবলার যে এক নিমিষেই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। আমি তাকে চিনি, সে ঠিকই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে ফিরবে।'

রিয়াল মাদ্রিদ সতীর্থ ভিনিসিউস জুনিয়রকে নিয়ে এমবাপ্পে জানান, জাতীয় দলের হয়ে ভিনিকে এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে দায়িত্ব নিতে হবে। তবে 'নেইমার তো নেইমারই', এমন মন্তব্যে সাবেক সতীর্থের প্রতি নিজের মুগ্ধতা আবারও প্রকাশ করলেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড।

রাসেলের জার্সিকে অবসরে পাঠাল কেকেআর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আর কেউ কখনো ১২ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামবেন না। দলটির কিংবদন্তি অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলের সম্মানে এই জার্সি স্থায়ীভাবে তুলে রাখার (অবসর) সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ। গত মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) 'নাইটস আনপ্লাগড ৩.০' অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

গত বছরের ৩০ নভেম্বর আইপিএল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন রাসেল। কলকাতার হয়ে দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি দলটিকে দুবার (২০১৪ ও ২০২৪) শিরোপা জিতিয়েছেন। এবার নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে, দলের 'পাওয়ার কোচ' হিসেবে তরুণদের ব্যাটিং ঝালিয়ে নিতে কাজ করবেন এই ক্যারিবিয়ান তারকা।

২০১৪ সালে কলকাতায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই রাসেল হয়ে ওঠেন দলটির প্রাণভোমরা। কলকাতার হয়ে ১৩৩ ম্যাচে প্রায় ১৭৫ স্ট্রাইক রেটে ২,৫৯৩ রান করেছেন।

বল হাতেও ছিলেন কার্যকর; সুনীল নারাইনের পর কলকাতার দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ১০০-এর বেশি (১২২টি) উইকেট নিয়েছেন রাসেল। ২০১৫ ও ২০১৯ সালে হন আইপিএলের সেরা খেলোয়াড়। তবে সর্বশেষ মৌসুমে সেরাটা দিতে পারেননি রাসেল। ১০ ইনিংসে রান করেছিলেন মাত্র ১৬৭, উইকেট নিয়েছিলেন ৮টি।

নিজ শহরকে যা উপহার দিলেন হালান্ড ...

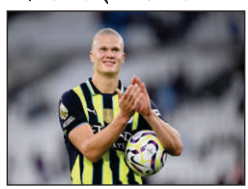

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঠে তার পায়ের জাদু প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগকে কাঁপিয়ে দেয় নিয়মিত। তবে এবার আর্লিং হালান্ড খবরের শিরোনাম হলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে। ফুটবল মাঠের গোল উৎসব ছাপিয়ে এবার তিনি নিজ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় বড় এক ভূমিকা নিলেন। নরওয়ের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোল করা এই স্ট্রাইকার ষোড়শ শতাব্দীর একটি দুর্লভ ভাইকিং সাগা (ইতিহাসের বীরত্বগাথা) বই কিনে দান করেছেন নিজের শৈশবের শহর ব্রাইনের পাবলিক লাইব্রেরিতে।

গত ডিসেম্বরে হালান্ড এবং তার বাবা আলফ-ইঙ্গে হালান্ড মিলে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন নরওয়েজিয় ক্রাউন (প্রায় ১ লাখ পাউন্ড বা দেড় কোটি টাকার বেশি) দিয়ে বইটি কেনেন। এটি নরওয়ের ইতিহাসে কোনো বই বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্যের রেকর্ড। ১৫৯৪ সালে মুদ্রিত এই বইটি মূলত ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ স্নোরি স্টার্লুসন-এর কাজ। যেখানে মধ্যযুগীয় ভাইকিং রাজা, রানি এবং সাধারণ যোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বর্ণিত হয়েছে।

জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হলেও নরওয়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি হালান্ডের এই টান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। ফুটবলীয় দক্ষতার পাশাপাশি নিজের শেকড়কে সম্মান জানানোর এই মানসিকতা তাঁকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR